Vol. 5 | No. 2 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	5
Issue	2
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i2.2
Pages	31-62
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল

প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি

ا = অ	ر = র	ق = ক
آ = আ	ز = জ. (পূঃ ব)	گ = গ
ب = ব	ژ = ঝ	ل = ল
پ = প	س = স	م = ম
ت = ত	ش = শ, ষ	ن = ন
ث = থ, ছ, (পূঃ ব)	ص = স্ব	و = ব্, ও, উ, ঊ
ج = জ	ض = জ্ব	ه = হ্, অ
چ = চ	ط = ত্ব	ء = অ
ح = হঃ	ظ = জ্ব (পূঃ ব)	ى = ঈ, এ, য়
خ = খ	ع = ‘	ِ (জের) = ই, এ
د = দ	غ = গ	َ (জবর) = অ
ذ = ধ, জ	ف = ফ	ُ (পেশ) = উ

অ

অকল—আকল দ্রষ্টব্য।

অকু—ঘটনা, হাঙ্গামা। আঃ ব্‌কূ'। তুঃ আশাপূর্ণাঃ ঝম্ ঝম্ শব্দে চমক খেয়ে সকলেই অকুস্থলে এসে হাজির।

অকুফ্, অকুব—জ্ঞান, বুদ্ধি; সাকুব—বুদ্ধিমান (সংঃ স+অকুব)। আঃ ব্‌কূফ—পরিচিত। তুঃ গোর্খবিজয়ঃ ডিমের ভিতর ধনি সুখে নিদ্রা যায়; আপন অকুবে তারে ডাক দিয়া কয়। পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ সাকুব হইলে ইশারায় কর্ম্ম বুঝে।

অক্কা—মৃত্যু, যেমন অক্কা পাওয়া (মরা)। আঃ ব্বাক্কি'অ—ঘটনা বা দুর্ঘটনা; ওয়াক্কা দ্রষ্টব্য। তুঃ অপসরণঃ কে কখন অক্কা পেয়ে তোমায় মক্কা পাঠাবে।

অক্ত, আক্ত, ওক্ত, ওয়াক্ত, বকৎ (যেমন হর বকৎ)—সময়। আঃ ব্ক্ৎ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ চুরি কর ক্ষতি নাই শুন আমার কথা; পাঁচ আক্ত নামাজ পড় না কর অন্যথা। পুঃ আ. ঘ. দুলালঃ মুইও ওক্ত বুঝে হাত মারবো।

অক্তিয়ার, আক্তিয়ার, এক্তার, এক্তিয়ার, এখতিয়ার—ক্ষমতা, অধিকার, ইচ্ছা। আঃ ইখ্তিয়ার—নির্বাচন, ইচ্ছা, দখল। তুঃ ঢোঁ. চ. মানসঃ ডেরাইবার সাহবই তো ধনুয়া মহতোর সমান অকতিয়ারের লোক। পুঃ অপসরণঃ হওয়া না হওয়া কি তো তোর এক্তারে। অথবা, রামপ্রসাদঃ আছে এক্তারে মন,—এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না।

অছি, অছী—সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী, trustee. আঃ ব্স্বী। তুঃ বিমলাঃ যে নাবালকের অছি আমাকে তাহা বিক্রয় করিল তাহারা তাহার প্রকৃত অধিকারী নহে। পুঃ শ্রীকথামৃত, ১ঃ যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন অছী সেই নাবালক ছেলের ভার লয়।

অছিৎ, যেমন অছিৎ দরখাস্ত—সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্তির আবেদন পত্র, বা অছিয়ৎ, যেমন অছিয়ৎ নামা—উইল বা ইচ্ছাপত্র। আঃ ব্স্বিয়ৎ—উইল, উপদেশ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ এমতে নাচার হইয়া হুজুরে অছিৎ দরখাস্ত দিয়া প্রার্থনা যে,…।

অছিলা,—লে, অসিলা, উছিলা, উছিল্লা—নিমিত্ত, ছল, ছুতা, কারণ। আঃ ব্সীলহ—মাধ্যম, উপায়। তুঃ জহুরানামাঃ তার অছিলাতে আইলে, তাই যে আমারে পাইলে,—নহে কি পাইতে দর্শন। পুঃ যোগাযোগঃ সেই জন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেরী হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে। নবাবনন্দিনীঃ এই ভয়ে একটা মিথ্যা অছিলা করিয়া আগেই কতোয়ালের নিকট সাফাই করিয়া রাখিতেছি। অথবা, মৈ. গীতিকাঃ একদিন কিবা জানি উছিল্লা করিয়া; গুরুর পূজার ফুল দিল ফালাইয়া।

অজবুগ উজবক—বোকা, কিম্ভূত-কিমাকার। ফাঃ (তুর্কীর মাধ্যমে)ঃ উজবক (বা উধ্বক্)—উজবকবাসী তাতার জাতি। তুঃ ঘরে-বাইরেঃ আমি

বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে। পুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী: যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক, খোরাসানি মোগল পাঠান।

অজল, আজল, হাজল—চিরস্থায়ী সত্তা। আ: অজ.ল্। তুঃ গোর্খবিজয়: সে যেন জিন্দিগী তোমার হায়ন সেফাত। থাকিতে এ দম্ কর হাজল মারফত॥ (অর্থাৎ সে জীবন তোমার যেন জৈবগুণসম্পন্ন; এ প্রাণ থাকিতে চিরস্থায়ী সত্তার জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হও।)

অজিফা, আজিফা, ওজিফা—দান, সিদ্ধবস্তু, ধর্ম-বিষয়। আ: ব্জ়ী.-ফহ। তুঃ ছৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ: কিতাব কোরান পড়ি না পাই তার দর্শন। ওজিফাতে শুদ্ধবচন চিন্তায় নারে তার অজ্ঞান মন॥

অজু, উজু. ওজু—প্রার্থনার পূর্বে হাত মুখ ধৌতকরণ বা জল-শুদ্ধি। আ: ব্জ়ূ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩: খাটের উপর চিৎভাবে শয়ন করিয়া। জলদি অজু বানায় মুখত পানি দিয়া॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল: এই ভাবিয়া একটা বদনা লইয়া অজু করিতেছিলেন।

অজুৎ, ওজুদ—ভগবৎ-সত্তা বা চিরস্থায়ী সত্তা। আ: ব্জূদ্। তুঃ গোর্খবিজয়: অজুৎ জানেন তেহ বেদানারো মিছাল। এই দম-সুতায় গাঁথা কহিনু সে হাল॥

অজুরা, আজুরা—বেতন, মুজুরি; অজুরদার—ভাড়াটিয়া মজুর। ফা: অজূরহ, অজূর্দার। তুঃ তোহফা: আজুরা না লই যদি এই কর্ম করে। প্রভুর নিকটে বহু সম্পদ আখেরে॥

অজুহৎ, অজুহাত, ওজুহাত—হেতু, কারণ। আ: ব্জহ্-র বহুবচন, ব্জূহাত। তুঃ অপসরণ: তাহলে আমি সেই অজুহাতে ডিভোর্স আদায় করে নেব। পুঃ চাচা কাহিনী: এমন একটা ওজুহাত ইংরেজ খুঁজছিল বটে।

অজুহন্নামা—(অর্থাৎ অজুহৎ+নামা)—বিচারের হেতু প্রদর্শনযুক্ত দলিলপত্র। আ: ব্জূহাত+ফা: নামহ; অজুহৎ দ্রষ্টব্য।

অঞ্জাম, আন্জাম, আম্জাম—প্রস্তুতি, সমষ্টি। ফা: আন্জাম—পরিণাম, সমাপ্তি। তুঃ চন্দ্রশেখর: যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার অঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে। পুঃ রং বাহার: কত ছন্দে-বন্দে তার

আন্‌জাম করিয়া। কবিতা করিনু শুরু এলাহি ভাবিয়া॥ অথবা চি. প. স. চিত্র: আমা হইতে যাহা পত্রে লিখিয়াছিলেন, তাহা আন্‌জাম হইল না।

অঞ্জুমান, আঞ্জুমান—সমিতি, সঙ্ঘ, সমাজ। ফাঃ অন্‌জুমান্‌। তুঃ অ. কু. সেন, বস্ত্র: আর কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করাও।

অতদ্বীর—তদ্বীর দ্রষ্টব্য।

অন্দর, আন্দর—ভিতর, অন্তর্বাটী বা ভিতর-মহল। ফাঃ অন্দর (তুঃ সং অন্তর)। তুঃ ক্ষণিকা, বোঝাপড়া: জলের তলে পাহাড় ছিল—লাগল বুকের অন্দরেতে। পুঃ মৈ. গীতিকা: অন্দর ময়ালে আমার ফুলের বাগান। দুই জনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান॥ অথবা পূ. গীতিকা, ৩: মুখেতে সুগন্ধ পান দাড়িতে আতর। ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর॥

অফিয়ৎ, আফিয়ৎ—খয়রফিয়ৎ দ্রষ্টব্য।

অম্বুরি—সুগন্ধ (তামাক)। আঃ 'অম্বরী। তুঃ বিনি পয়সার ভোজ: ষোলো টাকা ভরির অম্বরি তামাক না হলেও আমার কষ্টে সৃষ্টে চলবে।

অয়রান, উয়েরান, ওয়রান—নির্জন। ফাঃ বীরান্‌; বিরান দ্রঃ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা: কিন্তু বর্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন: গোসাঞির কথামতে আমাকে খানে-ওয়রান করা উচিত নহে।

অরংসাই—সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মুদ্রা। ফাঃ ঔরন্‌গ্‌শাহী। তুঃ চি. প. স. চিত্র: পৃঃ ২৭০, ৩৮৮, ৩৮৮।

অর্শা, অর্শান, আর্শা, আর্শান—উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আঃ 'ইর্‌ছ্‌—উত্তরাধিকার। তুঃ মহানিশা: তিনি উইলে লিখে গেছেন যে যদি তার মেয়ে মারা যায় ত তার সমস্ত সম্পত্তি তার স্বামীকে অর্শাবে এতে কেউ কোন আপত্তি তুলতে পারবে না।

অল্‌খল্লা, আলখল্লা, আল্‌খাল্লা—পা পর্যন্ত ঝুলান ঢিলা জামাবিশেষ। আঃ অল্‌-খালিক্‌। তুঃ অপসরণ: গায়ে গেরুয়া আলখল্লা।

অলি, ওয়ালী—রক্ষক, অভিভাবক। আঃ ব্‌লী—প্রভু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মহাত্মা। অলি-অছি—নাবালকের অভিভাবক; অছি দ্রঃ। তুঃ গোপীচন্দ্র (ক. বি. সং)ঃ রূপ দেখি তপভঙ্গ ভুলিয়ে যায় অলি। অথবা, জহুরানামাঃ তুমি যদি অলি আল্লার আছ এখানেতে। তবে কেন মানুষেরে খায় রাক্ষষেতে। পুঃ আলেফ লায়লাঃ মুর্শিদের কদম ধরি কহে নাছের আলি। সাহা জেয়াওদ্দি নাম আল্লার সে ওয়ালি॥

অসবারা, আসওয়ার—অশ্বারোহী বা সোয়ার। প্রাঃ পার্শীঃ অসবারি (সং অশ্বারোহী); সওয়ার দ্রষ্টব্য। তুঃ বাসবদত্তাঃ অশ্বপৃষ্ঠে বসি দো অশ-বারা। পুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্যঃ হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা। ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিলা॥ অথবা, কবিকঙ্কণ-চণ্ডীঃ দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা, কটিতে কিঙ্কিনী বান্ধা, আসওার আসে রণজিৎ।

অসিলা—অছিলা দ্রষ্টব্য।

অসোয়াস, ওসোয়াস—সন্দেহ, অবিশ্বাস। আঃ ব্‌সব্‌াস্‌। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ তুমি কিছু সাহায্য করিবেন তাহাতে কোন ওসয়াস করিবে না, এ ভার আপনার নিতান্ত জানিবেন।

অস্তগ্‌ফার—ক্ষমাপ্রার্থনা। আঃ ইস্তিঘফার। তুঃ গোর্খবিজয়ঃ অধীন শ্যামাচরণ বলে প্রেমের নাচার। তৌবা অস্তগ্‌ফার করি দরগায়ে খোদার॥

অস্তর, আস্তর—জামার ভিতরের কাপড়। ফাঃ ব্‌স্তর। তুঃ পথে-বিপথে, টুপিঃ কিন্তু কে জানে, ওই টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বা-কান জানোয়ারের চামড়া দিয়ে সেটা আস্তর করা ছিল তারই গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে বসোরায় এসে পৌঁচেছি।

অহিফেন—আপিং দ্রষ্টব্য।

আ

আইআম, আইয়াম, আয়াম—সময়, কাল। আঃ য়ুম্‌ শব্দের বহুবচন আয়াম্‌। তুঃ পৃ. গীতিকা, ৩ঃ তিন পুরুষের আইয়ামের ধলা হাতী ছিল। হাতির নিকটে সবে উপনীত হইল॥

আইন—বিধি, নিয়মকানুন —ফাঃ আঈন্। -কানুন—বিধি-নিয়ম ; -পেশা —আইনজ্ঞের জীবিকা ; -বাজ—আইনজ্ঞ। কানুন, পেশা ও বাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ অপসরণঃ তার চেয়ে তুমি যাও, আইন পড়, ব্যারিস্টার হও। পুঃ হেমচন্দ্রঃ শেষে আইনপেশার পেশকারিতে মনটা গেল ঘেটে। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্‌শাঃ হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ীর প্যাদা ও মালী পর্যন্ত আঈনবাজ হয়ে থাকে।

আইনা, আয়না—দর্পণ। ফাঃ আঈনহ। তুঃ বিনি পয়সার ভোজঃ তাহলে চেঁচে পুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব।

আইন্দা, আএন্দা, আয়েন্দা—ভবিষ্যৎ, পরবর্তী। ফাঃ আইন্দহ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ সন আইন্দার মাহে পৌষ মাষে।

আইয়াম—আয়াম দ্রষ্টব্য।

আউজ্—আশ্রয়, প্রার্থনা। আঃ 'অউজ্ (বা 'অউধ্)। -অ বেল্লা —আমি ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আঃ অ'উজুবিল্লাহ। তুঃ হারামণি, লালনঃ পড়িলে আউজবেল্লা দূরে যাবে লানতুল্লা[১]।

আউজ—এওজ দ্রষ্টব্য।

আউরৎ—আওরৎ দ্রষ্টব্য।

আউল—আওল দ্রষ্টব্য।

আউল, আউলিয়া, আওলিয়া, আউল-বাউল—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। আঃ ব্‌লী—মহাত্মা ; এবং ইহার বহুবচন আউলিয়া—একটি সুফী সম্প্রদায় বিশেষ। তুঃ পুঁথি পরিচয়, ২, দিগবন্দনাঃ সাহা মাদার বন্দো আউলের প্রধান। বদর সাহেব বন্দো করিয়া প্রণাম॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ কোন আউলিয়া তুমি আইলা কোন পীর। পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির॥ অথবা, চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্যঃ বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

আউলাদ, আওলাদ—ছেলেমেয়ে, পুত্রাদি। আঃ আউলাদ—ব্‌লদ্-এর বহুবচন (পুত্রাদি)। তুঃ লায়লা মজনুঃ হাসেনের আউলাদ হইতে মুরিদ হইয়া। ফাতেমার গোরে জিয়ারত করে গিয়া॥

১। আঃ ল'নৎ-উল-আল্লাহ—ভগবৎ অভিসম্পাত।

আউলিয়া—আউল দ্রষ্টব্য।

আউশ, হাউশ, হাইবাস, হাব্যাস, হাবিলাস, হায়স—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা আকর্ষণ, উৎসাহ। আঃ হব্‌স্ বা হওআস্—কামনা বাসনা। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ সেকন্দর দেওয়ানের শিকারে বড় আউশ। পংখী শিকার করবার যায় হইয়া বেউস॥ পুঃ বাংলা প্রবাদ ঃ হাউশ আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই। অথবা, মানিক গাঙ্গুলি ঃ মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে। আবার গোপীচন্দ্র ঃ পাঁচ কন্যা বিবা করি পূরে গেল মনের হাবিলাস। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ কান্দরে নকুল সুত দারার হাব্যাসে। সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে॥ পুঃ মনসা-বিজয় ঃ সাপের দেবতা বটে সেই ত মনসা। হিন্দুর গোসাঞি যবনের হওআসা।

আএদা, আওদা, উআদা, ওয়াদা—প্রতিজ্ঞা, সময়-নির্দেশ। আঃ ব্‌'অদহ। তুঃ গোপীচন্দ্র ঃ বার বৎসর গ্যাল সোআমি আএদা করিয়া। অন্যত্র ঃ বার বৎসর গ্যাল সোআমি আওদা করিয়া। ত্যার বৎসর হইল সোআমি না আইল ফিরিয়া॥ পুঃ স. ব. উপাখ্যান ঃ জসিমুদ্দিনের ইলাজের জন্যে কলিমুদ্দিন রূপেয়ার ইন্তিজামের ওয়াদা দিয়েছিল। আবার, চি. প. স. চিত্র ঃ পরিসোদের উআদা নিজ সনের মাহ পোষে আপন চাষে পরিসোদ করিব।

আএন্দা—আইন্দা দ্রষ্টব্য।

আএব, আয়েব—দোষ, নিন্দা আঃ 'অঈব্। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব। কাজি নাহি মানে পয়গাম্বরের নায়েব॥

আএমা, আয়মা, আয়েমা—পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর বা স্বল্পকর জমি। আঃ আ'ইম্মহ—অতি সাধারণ বস্তু। -দার—আয়েমা অধিকারী। তুঃ আ. উ. খান ঃ এই কাজী বংশ মোগল আমল হতে আয়মা সম্পত্তি ভোগ করে আসছেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই বংশেরই সন্তান। পুঃ পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা ঃ শত শত আয়মাদার পাঁড়ুআতে ছিল। কালেতে তাহারা খুব লায়েক হইল॥

আওআম—আওয়াম দ্রষ্টব্য।

আওয়াজ, আবাজ—স্বর, শব্দ। ফাঃ আব্‌জ। তুঃ বিজয় গুপ্ত ঃ পঞ্চ ছন্দে নানা বাদ্য বাজেত তথায়। আওআজে বার্ত্তা পাইল হোসেনের মায়॥

পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ গোল্লার আবাজের মতন ডাকিয়া জিউকার। পাড়াপড়শী-গণে আয়রা ডাকে বার বার॥ অথবা, অপসরণঃ স্নেহময়ের মোটরখানার কি জানি কেমন আওয়াজ।

আওয়াম, আওআম—জনসাধারণ। আঃ 'আব্‌াম্ ('আম্ শব্দের বহুবচন); আম দ্রষ্টব্য। তুঃ রেজাউল্লা ঃ ফারছি থাকিয়া সেহ হইয়াছে হিন্দিতে। আওআম লোকেতে কেহ না পারে পড়িতে॥

আওয়ারা, আওয়ারি—ভবঘুরে। ফাঃ অব্‌ারহ। তুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, ধায় যত বিঙ্গা চিঙ্গা, সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি॥

আওরৎ, আওরাৎ, আউরৎ—স্ত্রী, স্ত্রীলোক। আঃ 'অউরৎ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ পরথম আওরাৎ তার গিয়াছে মরিয়া। চাল্লিশ বছর উমরেতে আবার কইল্ল বিয়া॥

আওল, আউল, আউওল, আওয়াল—প্রথম, শ্রেষ্ঠ। আঃ অব্‌ব্‌ল্—প্রথম; -া—শ্রেষ্ঠ। তুঃ মহম্মদ খাতের ঃ বনবিবির কেচ্ছা যাহা, আওআল আখের তাহা, একে একে কইনু বিরচন।

আওজ—এওজ দ্রষ্টব্য।

আওলাৎ—আয়ালৎ দ্রষ্টব্য।

আওলাদ—আউলাদ দ্রষ্টব্য।

আওসৎ, হাওসৎ, হাউসাৎ—বড় জমিদারীর অধীন খাজনা করা জমিজমা, যেমন আওসৎ-তালুক। আঃ অউসত্ব—মাধ্যম। তুঃ গোপীচন্দ্র ঃ টাটির উপর পাটি বিছাও এক বুক উচল। হাউসাত থাকি বিছায়া দে হৃদয়ের কুউর॥

আওহাল—আহাল দ্রষ্টব্য।

আঁ—আন্ দ্রষ্টব্য।

আকচ, আখজ, আখেজ, আখুচি—শত্রুতা, কলহ। আঃ আখ্‌জ্ (বা অখ্‌ধ্) তুঃ কবিকঙ্কণ ঃ পূর্বেতে কলহ ছিল ধনপতি সনে। আখুচী করিল বেণে তাহার কারণে॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ মাথা থাপাইয়া দেওয়ান কান্দিতে লাগিল। কোন না আখেজে হায়রে জাত্তি মারিল॥

আকচর, আখছার, আকসার—প্রায়শঃ, সর্বদা। আঃ অকছর—অনেক, অধিকতর। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে, কিন্তু তিনি যে আছেন সে কথাটা কথাবার্তায় আকসারই অস্বীকার করে যায়।

আকন্, আকন্দ—আখুন দ্রষ্টব্য।

আকবৎ—সমাপ্তি। আঃ 'আক্বিবৎ। তুঃ হা. তা. কেচ্ছা ঃ পুথি ছাড়া সেকায়েৎ করে যে আমার। হামজা বলে আকবতে হবে গোনাগার॥ পুঃ ইমামের কেচ্ছা ঃ রাধাচরণ গোপে ভোনে সাবুদ রেখ কাম। আকবতের কাণ্ডারি পির হজরৎ ইমাম॥

আকবর—সর্বশক্তিমান, যেমন আল্লাহো আকবর—ভগবান সর্বশক্তিমান; মোগল সম্রাট আকবর। আঃ অক্বর্—অধিকতর মহান বা সর্বশ্রেষ্ঠ। তুঃ সুরধনী কাব্য ঃ আকবর রাজধানী আগ্রানগরী। প্রবাহ পুলিনে যেন বিভূষিতা পুরী॥

আকল, আক্কেল, এক্কেল, অকল, বা আকলমন্দি—জ্ঞান, চালাকি; নির্বুদ্ধিতা অর্থে যেমন আক্কেল সেলামী; সেলামী দ্রষ্টব্য। আঃ 'অক্ল্—জ্ঞান; বা 'আক্বিল—বুদ্ধিমান; 'অক্ল্মন্দী—জ্ঞান। তুঃ বাংলা প্রবাদ ঃ মানুষ চেনে আকলে। গাছ চেনে বাকলে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ ওরে গুলবদন জমাদার মস্ত পালোয়ান; সকলের ছরদার মিঞা আকল ভালা তার। অথবা, গোর্খ বিজয় ঃ সেই চারি ফেরেস্তার কথা শুন দিয়া মন। আক্কেল, অকুব, হেউস, বুদ্ধি এই চারিজন॥ আবার, অপসরণ ঃ কিন্তু বাদলের আক্কেল হলো (অর্থাৎ সে তাহার নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিল)। পুঃ ধূপছায়া ঃ রেলের বেলা তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশটাকা খেসারতির আক্কেল সেলামী দিয়ে ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। অথবা, জামাই বারিক ঃ ঝুট্ বাৎ মে না দেবা দেল; সত্য সে বানাবা এক্কেল।

আকসর—আকচর দ্রষ্টব্য।

আকিদা, একিদা—বিশ্বাস, স্বার্থ, উৎসাহ। আঃ 'আক্বীদহ—বিশ্বাস, ধর্ম। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদা থাকে। পুঃ সত্যপীরের পুস্তক (ফৈজুল্লা) ঃ সের আলি ফতেমা বন্দো একিদা করিয়া। হাছেন হোচেন পয়দা হইল যাহার লাগিয়া॥

আকোন—আখুন দ্রষ্টব্য।

আখজ—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখ্‌নী দুধের সর, মাংসের ঝোল। ফাঃ ইয়খ্‌নী—ভর্জিত।

আখির, আখের,—ই.-ঈ—শেষ, সমাপ্তি। আঃ অখীর্। তুঃ ঘনরাম ঃ ভুলায়ে রাখিতে পারি যদি যুবরাজে। আখেরে আসিবে তোর বউ-ঝিয়ের কাজে॥

আখুচি—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখুন, আকোন, আকন্দ, আকন—শিক্ষক। ফাঃ আখুন্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে ফারসি পড়িতে হয়। পুঃ বংশীবদন : আকন্দ হাসন কাজি হইল আগোয়ান। তালিপ মুরসিদে তার ধরিছে যোগান॥ অথবা, রায়মঙ্গল ঃ অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে। বালক ফারসী পড়ে আখোন হুজুরে॥

আখেজ—আকচ দ্রষ্টব্য।

আখের—আখির দ্রষ্টব্য।

আখোন - আখুন দ্রষ্টব্য।

আগা—মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। ফাঃ আঘা। তুঃ পথে বিপথে, দোশালা ঃ 'অব শুনিয়ে' বলেই আগা সাহেব আরম্ভ করলেন পোস্ত উর্দু আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একটা আজগুবি গল্প।

আগাজ—আরম্ভ, সূচনা। ফাঃ আঘাজ্‌.। রং বাহার ঃ করিনু আগাজ কেচ্ছা, সন তারিখ দিন আচ্ছা, বারশত একষট্টি একিন।

আঙ্গুর—দ্রাক্ষা। ফাঃ অন্‌গূর্। তুঃ রবীন্দ্র, একটিমাত্র ঃ বনের মধ্যে পেয়েছিলাম একটি আঙ্গুর ফল। পুঃ নজরুল ঃ অধর-আনার রসে ডুবে গেল নার-ভীতি ; মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরী খুনে তিতি।

আচকান—এক প্রকার ঝুলান লম্বা কোট। তুর্কী অচ্‌কন্। তুঃ বাঁশরী ঃ ...চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান···দেহটা যে ওজনের, কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

আচমান—আসমান দ্রষ্টব্য।

আচার—তৈল সর্ষপাদি যোগে জারিত আম্রাদি ফল। ফাঃ অচার। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, অন্ত্য ঃ কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর। কত নাম লব যত প্রকার আচার ॥

আছমান—আসমান দ্রষ্টব্য।

আছর—কার্যকর, চিহ্ন। আঃ অছর্। তুঃ আসিক নামাঃ রাখ্ মানে না, থাক মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে না। এগো যাদু টুনা কৈরে চাইলাম আছর করে না ॥

আছর—আসর দ্রষ্টব্য।

আছাল্‌তন—আসল দ্রষ্টব্য।

আজ—হইতে ; যেমন আজগবি (আজগবি দ্রঃ) বা আজরাহে—জবরদস্তি ॥ ফাঃ আজ্, রাহি—জবর্‌দস্তী। ফাঃ অজ্.। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ আজ রাহ জবরদস্তি খামখায় দেহাৎ পুরকে জালাঞা পুড়াঞা জিবানন্দকে বান্ধিঞা নিঞা গেল।

আজগবি, আজগুবি, -বী,—আকস্মিক, আশ্চর্যজনক, মিথ্যা। ফাঃ অজ্. + আঃ ঘয়ব্—স্বর্গীয়। তুঃ জামাই বারিক ঃ আজগবি দুনিয়ার খেলা। পুঃ আবোল-তাবোল ঃ আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ সেথায়···নানরকম আজগুবী কেতার জানোয়ার আছে। এমনকি এক আধটির জোড়া নাই। আবার, লালন-গীতিকা ঃ যদি কেউ আজগবি যায়—ওমনি উঠে ছোঁ মারে।

আজব—অদ্ভুত, আশ্চর্য, প্রশংসনীয়। 'অজব্। -তামাশা—পরমাশ্চর্য দৃশ্য ; তামাশা দ্রষ্টব্য। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ পাদশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। গজব করিলা তুমি আজব কথায় ॥ পুঃ গোর্খ বিজয় ঃ সাতালি পর্বতে আছে সাইল সুআর বাসা। ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে আজব তামাসা ॥

আজল—অজল দ্রষ্টব্য।

আজাদ—স্বাধীন, মুক্ত ; -দী—মুক্তি। ফাঃ আজ.াদ্। তুঃ নজরুল ঃ আজাদী মিলেনা পস্তানোয়।

আজান—মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। আঃ অজান্ (বা অধান্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ হাতী যদি ভাঙ্গে খেদা পরান লইয়া টান। স্থানে স্থানে মুছলমানে পুকরে আজান॥ পুঃ গড় শ্রীখণ্ড ঃ তার খিদ্‌মদ্ বলতে এক আজান দেওয়া।

আজাব—শাস্তি। আঃ 'অজাব (বা অধাব্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ আজাব মুস্কিলে আমি পড়িয়াছি বর। সিতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর॥

আজার—অত্যাচার, শাস্তি। ফাং আজ.ার্। তুঃ নজরুল, সাম্যবাদী ঃ এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্। বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন'।

আজিজ—আজেজ দ্রষ্টব্য।

আজিফা—অজিফা দ্রষ্টব্য।

আজুরা—অজুরা দ্রষ্টব্য।

আজেজ, আজিজ—অসহায়; -জি,-জী—অসহায় অবস্থা, বিনীত ভাব। আঃ 'অজিজ্.—জী। তুঃ পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা ঃ বহুতর আলেমের নিকট যাইয়া। পুছিনু খবর খুব আজিজি করিয়া॥

আজেবাজে বা বাজে—আশ্চর্য, অতি সাধারণ। ফাঃ 'অজ্.. অজব্ বা অজ্.. ব'জ্বী। তুঃ সা. বি. গোলাম ঃ সিন্ধুর সঙ্গে আজে বাজে গল্প চলছে তার। পুঃ চতুরঙ্গ ঃ বাজে কথা? কাকে তুমি বল বাজে কথা?

আঞ্জুমান—অঞ্জুমান দ্রষ্টব্য।

আতর, আতোর—সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ; -দান—সুগন্ধ দ্রব্যের পাত্র। আঃ 'ইত্বর্+ফাঃ দান্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ গরম পানি দিয়া পরে করিল গোছল। গায়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ জল॥ পুঃ কৃষ্ণমঙ্গল ঃ সুগন্ধি আতোর ফাগু দিল শ্যাম গায়। আনন্দে বিভোর তথা হইলা নন্দ রায়॥ অথবা, সা. বি. গোলাম ঃ আতরদান থেকে আতরের ফোয়ারা ছোটে।

আতস,-শ—আগুন। ফাঃ আতিশ্.। -সী—অগ্নি উৎপাদক; যেমন আতসী কাঁচ। আতসবাজী—অগ্নিক্রীড়া; বাজী দ্রষ্টব্য। তুঃ সাম্যবাদী ঃ দুদিনে

আতশী ফেরেস্তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে। শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে ॥

আতা—স্বাস্থ্য, অনুগ্রহ। আঃ 'অত্বা। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ ভাল আতা ফকির রে—আরে, ফকির পরিল জমীনে। পুঃ জিয়ারতে কবর ঃ তাতে খবর পাও আতা কর দীনদার। সরম না কর মুঝে লোগের মাঝার ॥

আতোর—আতর দ্রষ্টব্য।

আদৎ—অভ্যাস, স্বভাব। আঃ 'আদৎ। তুঃ রং বাহার ঃ বাপ আর দোনো চাচা, খছলত আদৎ আচ্ছা, নেকি ছাড়া নাহি করে বদি। পুঃ স. ব. উপাখ্যান ঃ আর জসিমুদ্দিনের আদত দেখে কারখানার আর সবাইতো বিগড়ে গিয়েছে।

আদৎ, আদদ—সমুদয়। আঃ 'অদদ্ ; আদ্দা দ্রষ্টব্য। তুঃ প্রা. ক. গান, রামু সরকার ঃ জানতে চাইরে তোর আদত খবর, ভেঙ্গে বলরে সমুদয়।

আদব—ব্যবহার, চাল-চলন, ভদ্রতা ; -কায়দা—ভদ্রতার নিয়মাদি। আঃ অদব্ ঃ কায়দা দ্রষ্টব্য। তুঃ বিদ্যাসুন্দর (রা. প্র) ঃ সিফাই শাস্তিরি যারা কুর্নিস করে তারা আদবেতে লোটাইয়া শির।

আদম—ইসলাম ধর্মানুসারে প্রথম সৃষ্ট ব্যক্তি ; -জাদ্—আদমজাত, মানুষ। -সুমারি—লোকগণনা ; সুমার দ্রষ্টব্য। আঃ আদম্। আদমী—মানুষ, স্বামী। আঃ আদ্মী—মানব, মানবীয়। তুঃ শূন্যপুরান ঃ ব্রহ্মা হইল মহামদ, বিষ্ণু হইলা পেকাম্বর আদম হইল শূলপাণী। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার। অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ আদমির আপনার দিন (ধর্ম) খোয়ানা বহুত বুরা। আবার, গড়-শ্রীখণ্ড ঃ "আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়ে"।

আদল—বিচার ; আদালত—বিচারালয়। আঃ 'অদ্ল্, 'অদালৎ বিচার। তুঃ সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৬ (গ্রন্থপরিচয়) ঃ ব্যক্তিগত ধান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ সত্যের সহিত ফরখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকিতে হয়।

আদা, আদাই—আদায় দ্রষ্টব্য।

আদাওৎ,-তি—শত্রুতা। আ: 'অদাব্‌ৎ। তু: চি. প. স. চিত্র; আমরা রাজি না হইবাতে আদাওতিক্রমে এই নালিশ করিয়াছে।

আদাব—অভিবাদন। আ: আদাব্‌। -তস্‌লিমাৎ—ভদ্রতা, বা ভদ্র ব্যবহার; তস্‌লিম দ্রষ্টব্য। তু: পূ. গীতিকা, ৩: সাধুর সঙ্গে সাত ভাই কইল্ল কোলাকোলি। আদব ছালাম করে ভাই ভাই বুলি॥

আদায়, আদাই, আদা—গ্রহণ, সংগ্রহ, পরিশোধ, সম্পাদন। আ: 'অদা। তু: অ. ঘ. দুলাল: তাহারা মোক্তারনামার দ্বারা সকল আদায় ওয়াশিল করিতেন। পু: পূ. গীতিকা, ৩: চৌখের পানি বিনে তাহার আর কিছু নাই। কমল সদাইগরের পালা করিলাম আদাই॥

আদালত—আদল দ্রষ্টব্য।

আদ্দা, আদদ—সংখ্যা। আ: 'অদদ্‌; আদৎ দ্রষ্টব্য। তু: চি. প. স. চিত্র, পৃ: ১৫৬।

আদ্দাজ, আদ্দাশ—আর্দাশ দ্রষ্টব্য।

আন, আঁ—ফারসী বহুবচনের চিহ্ন। যেমন, মুসলমান (আ: মুসলিম্‌ + আন্‌); বা আহদিয়ান—সন্যাদি; আহদি দ্রষ্টব্য। তু: রাজসিংহ: যে সকল আহদিয়ান তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্রসঞ্চালন করিতে পারিল না।

আন্‌জাম—আঞ্জাম দ্রষ্টব্য।

আন্‌সার—আন্সার দ্রষ্টব্য।

আনা—ফারসী প্রত্যয় আন্‌হ হইতে। যেমন, আমীরানা—আমীরসুলভ স্বভাব; আমীর দ্রষ্টব্য।

আনামত—আমানত দ্রষ্টব্য।

আনার—এক প্রকার ফল। ফা: অনার্‌। তু: সাম্যবাদী: অধর-আনার রসে ডুবে গেল নার-ভীতি। মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুর খুনে তিতি॥

আন্তাজ—আন্দাজ দ্রষ্টব্য।

আন্দর—অন্দর দ্রষ্টব্য।

আন্দাজ, আন্তাজ—অনুমান, আভাস; আনুমানিক, প্রায়; ফারসী প্রত্যয়। ফা: অন্দাজ্.—অন্দাখ্তন (নিক্ষেপ) ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য; বা অন্দাজ.হ—অনুমিত পরিমাণ। তু: ফারসী প্রত্যয়-বাচক—বরন্দাজ (আ: বর্ক্, অগ্নিশলাকা+অন্দাজ্.. নিক্ষেপকারী), বা তীরন্দাজ (ফা: তীর+অন্দাজ্.)। পু: আ. ঘ. দুলাল: খরচ বড় হইবে না—আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে। অথবা, বঙ্কিম, ধর্মতত্ত্ব: এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই। আবার, অপসরণ; যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার আন্দাজে বলতে পারব না। পূ. গীতিকা, ৪: উতরের কালা তারা বড় দাগাবাজ। এত টাকা দিলাম তারে না বুঝে আন্তাজ।

আন্দিশা, আন্দেশ—চিন্তা, ভাবনা। ফা: অন্দীশহ। তু: চি. প. স. চিত্র: করার মাফিকে টাকা পাঠাইবো, আন্দেশা কদাচ করিবে না। পু: চাচা কাহিনী: বহুত আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না।

আন্সার, আন্সার—সাহায্যকারী; মদিনায় সহগামী হজরতের মহম্মদের বন্ধুবর্গ। আ: নাস্বির (বন্ধু) শব্দের বহুবচন অন্স্বার্। যেমন, আন্সার বাহিনী (সাহায্যকারী সৈন্যদল)।

আপকরা,-কোরা—আব-খোরা দ্রষ্টব্য।

আপশোস—আফশোস দ্রষ্টব্য।

আপা—গুজব, জনশ্রুতি; যেমন আপা কথা। আঃ ফব্হ শব্দের বহু বচন অফ্ব্হ।

আপিং, আপিম—আফিং দ্রষ্টব্য।

আফৎ, আফদ—বিপদ; তুলনীয় সং আপদ। আ ঃ আফৎ। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল: আফদ তো মরদের হয়।

আফশোস, আপশোষ—আক্ষেপ, মনস্তাপ। ফা ঃ অফ্সোস। তু: পূ. গীতিকা, ৩: বেজার মুখে বসিয়ারে কেন যে আফশোস। কোলে উঠী আস

আমার দেল কর খোস ॥ পু কীর্তন : মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে আফযোসে প্রাণ কাঁচে না।

আফিং, আফিম, আপিং, আপিম, অহিফেন—এক প্রকার মাদক দ্রব্য। আ : ইফ্‌য়ুন। -খোর—আফিং সেবনকারী। তু : বিজয় গুপ্ত : শুনিয়া কোপিল কাজি চারিদিক চায়। আফিংএর লায়েকে বেটা আকাশের দিকে চায় ॥ পু : আ. ধ. দুলাল : যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা অবশ্যই অধিক হইয়া উঠে। অথবা, রক্তকরবী (রবীন্দ্র) : আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে। অথবা, তাঁহার বঙ্গবিভাগ : পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিও না।

আফিয়ৎ—খয়রাফিয়ৎ দ্রষ্টব্য।

আব—জল। ফা : আব্‌। -খোরা বা আপখোরা—জলপাত্র ; খোরা দ্রষ্টব্য। তু : যোগ -কালন্দর : আব, আতশ, খাক, বাদ, এ চারি মোকাম ; মন দিয়া শুন কহি যার যেই নাম ॥ পু : মারুতির পুঁথি : সোনার আবখোটি যেন সুমেরুর চূড়া। তাতে পড়ে গজ কচ্ছপ লড়ে ফিরাঘুরা।

-জোশ—ঝোল, ক্বাথ ; জোশ দ্রষ্টব্য ॥

-দার—পানীয় জল বা মদ তত্ত্বাবধায়ক ; দার দ্রষ্টব্য। তু : কে. সা. মুন্সী : কাছেই উদ্যত ক্ষিপ্র হস্ত চার পাঁচ জন আবদার বিখ্যাত লাল শরাব প্রস্তুত করছে।

-হাওয়া বা আবোহাওয়া—জলবায়ু। ফা: আব্‌ ও হব্‌া। তু: মানসী : এই আবহাওয়ায় আমার কাব্য রচনার একটা নূতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।

-হায়াৎ বা আবে-হায়াৎ—মদ প্রস্তুতকারক বা মদ্য ব্যবসায়ী। -রি,-রী—চারটে আবকারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে।

আবদার—উজ্জ্বল, চকচকে। ফা : আব্‌দার।

আবর—পরিচ্ছেদের উপরিভাগ। ফা : অব্‌রহ। তু : গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস : খাকের খাটি মাটি বাছা খাকের আবর। পবনেতে গুণ টানে নৌকায় এত জোর ॥

আবর—মেঘ। ফা : অব্‌র্‌। তু : হকিকতে সিতারা : সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে। আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে ॥

আবলুস—কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠ বিশেষ। আঃ আব্নুস্। তুঃ সুরধনী কাব্যঃ আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর। হাতীর দাঁতের কার্য্য তাহার উপর॥

আবাজ—আওয়াজ দ্রষ্টব্য।

আবাদ—চাষ, চষা (জমি); -আন—চাষযোগ্য; -আনি—চষা জমি; আবাদী -চাষযোগ্য বা বাসযোগ্য। নির্মাতা অর্থে আবাদ প্রত্যয়। ফাঃ আবাদ্, -আন্, -আনী, -দী। তুঃ রামপ্রসাদঃ এমন মানব জমি রইল পতিত; আবাদ করলে ফলতো সোনা। পুঃ চি. প. স, চিত্র: জোত আবাদান করিয়া ভোগ করহ। তুঃ নির্মাতা বা স্থাপয়িতা অর্থে আবাদ-প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন, শাহজাহানাবাদ (ফাঃ শাহজাহান+আবাদ), আমেদাবাদ (আঃ অহ্মদ্ +আবাদ)। গোবিন্দদাস, করচাঃ আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর। কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর॥

আবিজাবি, হাবিজাবি—মিথ্যা, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্ভব। আঃ ফাঃ 'অঈব্ ইয়া জ'লী (মিথ্যা বা প্রতারণাপূর্ণ)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪ঃ বুড়ি সেই আমিনার না ভিক্ষা মাঙ্গি খায়। হাবিজাবি কথা তারে এছাক বুঝায়॥

আবু—শিশু, আদরার্থে সম্বোধন। আঃ অবূ—পিতা। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ আমি যে করেছি পণ গো মনেতে ভাবিয়া। এই 'আবু' রাজারে আমি করবাম বিয়া॥

আবোয়াব, আব্বাব—ন্যায্য কর হইতে উপরি ধার্য টাকা। আঃ বাব্ (দ্বার, পর্দা বা কর)-এর বহুবচন অবব্াব্। তুঃ তারাশঙ্কর, ব্যাঘ্রচর্মঃ নজর, সেলামি বা কোন আবোয়াবই হেমাঙ্গবাবু দাবী করেন নাই।

আব্বা—পিতা; -জান, -পিতা বা প্রাণতুল্য প্রিয় পিতা। আঃ আবা (অব্ বা পিতা শব্দের বহুবচন) +ফাঃ জান—প্রাণ। তুঃ নজরুলঃ রেখেছে আববা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ।

আব্বাব—আবোয়াব দ্রষ্টব্য।

আব্রু—মান, আভিজাত্য, লজ্জারক্ষা, পর্দা। ফাঃ আব্রূ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ ইজ্জত আব্রু খাইলা, খাইলা সদাইগরি। ঘরর মাঝে বসি রইলা বউয়র আঁচল ধরি॥ পুঃ সীতারামঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আব্রু পর্দার উপর ততটা শ্রদ্ধা হইল না। অথবা, জীবনস্মৃতিঃ চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আব্রু রচনা করিয়া আছে।

আম—জন সাধারণ। আঃ 'অম্ম্; আওয়াম দ্রষ্টব্য। -মোক্তার বা আমোক্তার—সর্বপ্রকার বৈষয়িক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন-অনুসারে নিযুক্ত প্রতিনিধি (Attorney)। আঃ 'অম্ম্-মুখ্তার, বা মুখ্তারে 'অম্ম (জনসাধরণ নির্বাচিত); মোক্তার দ্রষ্টব্য। আম্মোক্তারনামা—Power of attorney. আম্মোক্তারকে অর্পিত ক্ষমতার নিদর্শন-পত্র। তুঃ তোহফাঃ দুইশত অষ্টোত্তর সত্তর বহিল। আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল॥ এবে আম-লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার। কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার॥ পু : পঞ্চভূত : সে (ভাষা) দূতমাত্র, হৃদয়ের খাসমহলে তাহার অধিকার নাই, আম-দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। অথবা, শ্রীকথামৃত, ২ঃ তাঁকে আম্মোক্তারি দাও, ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। আবার, চি, প, স, চিত্র : এক কিতা আমমোক্তারনামার দ্বারায় উক্ত কণ্টান্সের (contents) অন্তর্গত সমস্ত সম্পত্য বিক্রয় করনের ক্ষমতা আমাকে দিয়াছেন।

আম্জাম—অঞ্জাম দ্রষ্টব্য।

আমদ বা আমদানী—যাহা বিদেশ হইতে আসে; সেইরূপ আমদ-রফ্ৎ বা আমদানি-রফ্তানি : আমদানি ও রফ্তানি দ্রষ্টব্য। ফা : আমদ্ (আমদন বা আসা আসা ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য)।

আম্দা বা আমাদা—যথেষ্ট, উপযুক্ত। ফা : আমাদহ—প্রযত্নশীল বা সুবিন্যস্ত (আমাদন্ ক্রিয়া হইতে।)।

আমদানী—বিদেশ হইতে আগত দ্রব্য, আয়, আগমন। -রফ্তানী —মাল লইয়া আশা ও চালান দেওয়া। ফা: আমদনী; আমদ দ্রষ্টব্য। -সুমার —মোট আয়; সুমার দ্রষ্টব্য। তু : অপসরণ : ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম একচেঞ্জের বহু ফিল্ম সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছে। পুঃ ধর্মতত্ত্ব : স্বাধীনতা দেশী কথা নহে বিলাতী আমদানী—লিবার্টি শব্দের অনুবাদ।

আমন, আমান—নিরাপত্তা; -চয়ন বা আমোন্-চয়ন্—নিরাপত্তা ও শান্তি আঃ আম্ন্ এবং আম্ন্ ব্ চয়ন্। তুঃ তোহফা : সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব আমান। 'বরাতে' ত দশকর্ম করিব বিধান॥[১]

১। শাবান একটি মুসলিম মাসের নাম; বরাত বা শবে-বরাত—ভাগ্য লিপির রাত্র।

আমল—সময়, কর্ম, শাসন স্থিতিকাল, অধিকার, সীমানা। আঃ 'অমল—কর্ম, অভ্যাস, অধিকার। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ জলের উপর হইল রণ নিশার আমলে। কোথা রইল দাড়ি মাঝি পইরা মরে জলে॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ কটকে হইল আলিবর্দ্দীর আমল। ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥ অথবা, প্র. নির্বন্ধ ঃ গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসী দলে আমল পাওয়া যাবে না। আবার, গোর্খবিজয় ঃ পবন আমলে কর তারে রাখ বান্ধি। পুঃ প্রা. ক. গান, কানাই ঃ দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে। তারা প্রজা হয়ে রাজার হুকুম আমলে না আনে॥ বা, তোহফা ঃ পড়িলে নাহিক ফল নেক-আমল বিনু। আমল বিহনে পাঠ গুণহীন ধনু॥

আমলা—বেতনভোগী কর্মচারী, বা রাজকর্মচারী, কেরানী। -হা—কেরানী বৃন্দ। আমলা-ফয়লা—কোন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী। আঃ 'আমিল—কর্মচারী বা রাজস্ব আদায়কারী। -হা—ফারসী বহুবচনের চিহ্ন; ফয়লা—আঃ ফুলান-কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বা ফি'লন্ (কর্মরত) -শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট। তু: আমলাতন্ত্র—আমলা বা রাজকর্মচারী পরিচালিত শাসন (Bureaucracy)। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা। অথবা, আ. ঘ. দুলাল দুই একজন আমলাফয়লা ঠারে ঠারে চুক্তির কথা কহিতেছে।

আমাদা—আম্‌দা দ্রষ্টব্য।

আমান—আমন দ্রষ্টব্য।

আমানত, আনামত—জমা, গচ্ছিত ধন। আঃ ইমানত—নিরাপত্তা, বিশ্বাস। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ থানের মাল থানে, তারে আমানত মানে।

আমামা—মুসলমান আমলের এক প্রকার পাগড়ী; tiara. আঃ 'ইমামহ। তুঃ রা. না. বসু, আত্মচরিত ঃ তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন। পুঃ আনন্দমঠ ঃ সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল।

আমারী—হাওদা। আঃ 'ইমারী। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ হাতীর আমারী ঘরে বসিয়া আমীর। আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥

আমাল—কার্যসমূহ। আঃ অ'মাল্, 'অমল শব্দের বহুবচন ; আমল দ্রষ্টব্য। তুঃ গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঃ কারু কেহ কেয়ামতে না হবে গম্‌খার। রহিবে আমাল নিজ কাছে আপনার ॥

আমিন—স্বস্তিবচন, তথাস্তু, amen. আঃ আমীন্। তুঃ আশরফ আলি ঃ মা বাপ ওস্তাদ পীর সবাকে ছালাম। আমিন আমিন হইল কেতাব তমাম ॥ পুঃ নজরুল-গীতিকা ঃ প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ—শুন্‌নেওয়ালা কও, 'আমীন্'। প্রিয়া আমায় মৌ-মিঠে তার চূণীর ঠোঁটের চুম বিলায় ॥

আমিন, আমীন—বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, জমিজরিপ কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, সালিসী বিচারক। আঃ আমীন্—নিরাপদ, বিশ্বাসী। -নী—আমিনের কার্য, বিশ্বাসী। তুঃ রবীন্দ্র, সাহিত্য ঃ জ্ঞান নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারা কার্য আরম্ভ করিয়াছে। পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়। দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায় ॥ অথবা, ধর্মমঙ্গল ঃ বারজন ভক্ত মইল দ্বাদশ আমিনি। এই সত্য ধর্মকথা এই আমি জানি ॥

আমির, আমীর—ধনী বা মান্য ব্যক্তি, রাজপুত্র। আঃ অমীর। -রী, -আনা—ভদ্র ব্যবহার বা রাজোচিত স্বভাব। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ আমির ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী, আমরা সেই জাতি। পুঃ রবীন্দ্র, কাহিনী ; মেয়েরা এখনো শেখেনি আমিরি দস্তুর।

-উমরা, বা আমির ওমারহ—মান্য ব্যক্তিসকল, সভাসদ। আঃ অমীর ও ইহার বহুবচন উম্‌রা। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ মারা গেল কত শত আমির উমরা। পুঃ শেষ প্রশ্ন ঃ আমীর ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আভাঙ্গা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। অথবা, রবীন্দ্র, প্রসঙ্গ কথা ঃ অবশ্য বাঙ্গালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন।

আমেজ—সামান্য প্রকাশ, রেশ, আবেশ, আভাস, অনুভব। ফাঃ আমীজ্‌. —মিশ্রণ ; আমীখ্‌তন ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য। তুঃ ঘরে-বাইরে ঃ এখনকার মত রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। পুঃ চি. র. দেব ঃ তাই খুশীর আমেজে তাকে গাইতে শোনা যায়—।

আমোয়াল—আহমাল দ্রষ্টব্য।

আম্বিয়া—মুসলিম ধর্ম-প্রচারক। আঃ নবী (অবতার বা পয়গম্বর) শব্দের বহুবচন আম্বিয়া। তুঃ ফৈজুল্লা, স. পী. পুস্তক ঃ আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুই জনে। এসমাইল গাজি বন্দো গড়-মন্দারনে ॥

আম্বুরি—অম্বুরি দ্রষ্টব্য।

আম্মা—মা। আঃ উম্ম্। (সং মাতা বা বাং মা-র প্রভাবযুক্ত)। তুঃ নজরুল ঃ আম্মা লাল তৈরি খুন কিয়া খুনিয়া।

আয়না—আইনা দ্রষ্টব্য।

আয়মা—আএমা দ্রষ্টব্য।

আয়মাল—গ্রাম ও পরগণা। আঃ অ'মাল ; আমাল দ্রষ্টব্য।

আয়াম—আইআম দ্রষ্টব্য।

আয়ালৎ, আওলাৎ—অন্তর্ভুক্ত, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। আঃ ইয়ালৎ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা।

আয়েন্দা—আইন্দা দ্রষ্টব্য।

আয়েব—আএব দ্রষ্টব।

আয়েমা—আএমা দ্রষ্টব্য্য।

আর্জ, উর্জ—কামনা, ইচ্ছা। আঃ 'উর্জ্ব। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ঃ মনে মনে আশা করি আসকদার তুষিব। মরা মানুষ লইয়া মোরা আর্জ মিটাইব ॥

আর্জু—আরজ দ্রষ্টব্য।

আর্দাশ,-স, আদ্দাজ, আদ্দাশ—প্রার্থনা, নালিশ, প্রচেষ্টা। আঃ 'অর্জ্ব-প্রার্থনা+ফাঃ দাস্ত্ (দাস্তন্ ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য) ; আরজ্‌দস্ত দ্রষ্টব্য। তুঃ ঈশ্বর গুপ্ত ঃ তাদের অর্দ্দাশ নাহি শুনিলেন কাণে। পুঃ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ঃ আর্দ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা। দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা ॥ পুঃ ক.ক. চণ্ডী ঃ রাখ মোর আদ্দাস, রাখ মোর আদ্দাস। বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস ॥ আবার, মাধবাচার্য ঃ না লাগিল আদ্দাশ, হরি মনে মনে হাস, গোপীকা চলিল নিজ বাসে। ক. কা. দপ্তর ঃ কাহারো আদ্দাশ, তোমার কাণে অবিরত খোসামদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। অথবা, ক. ক. চণ্ডী ঃ

পিঠে চূণ মাখি হাটুআ চলিল আর্দাসে। ভাই বন্ধু পসরা তুলি গেল বাসে॥ বা ধর্মমঙ্গল (মা. গা) ঃ অনেক আদ্দাজ করে না পারি উঠিতে।

আর্ফাত—স্বর্গীয় আনন্দানুভূতি। আঃ ঈর্ফাৎ। তুঃ নজরুল ঃ সেই মুকুলেরা এস মহফিলে, বসাও ফুলের হাট; এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আর্ফাৎ।

আর্শ, আর্শান—অর্শা দ্রষ্টব্য।

আর্স—আরশ দ্রষ্টব্য।

আর্সা—সময়, কাল। আঃ 'অস্র্হ। তুঃ রামাই পণ্ডিত ঃ পুখরি কাঁদাএ লইব ভূমখানি। আর্সা হইলে জেন ছিচএ দিব পাণি॥

আরক, আরোক—নির্যাস, তরল সার, ঘর্ম। আঃ 'অরক্। তুঃ নীলদর্পণ ঃ তোমাকে যে আরোক দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে। পুঃ রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ ঃ একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীত ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল।

আরজ, আর্জু—ইচ্ছা; -মন্দ—ইচ্ছুক; আরজমন্দী—ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ফাঃ আর্জূ, -মন্দ—ন্দী। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ একলা ঘরে আছে কৈন্যা জানে রে দুষমন। আর্জু পুরাইতে আইলো পশুর মতন॥

আরজ—প্রার্থনা। আঃ 'অর্জ্। -বেগ, -গি—যে বিচারকের সম্মুখে প্রার্থনাপত্র দাখিল করে, পেশ্কার। তুর্কী ঃ বেগ্—প্রভু। -দস্ত—প্রার্থনাপত্র বা নালিশ; আর্দাশ দ্রষ্টব্য। -জী, বা আর্জি—প্রার্থনাপত্র। আঃ 'অর্জী। আরজ-নামা—প্রার্থনাপত্র বা দলিলপত্র; নামা দ্রষ্টব্য। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ। বা, জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ আরে চোর। কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ সেই দেশে বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজি। ফজরে ফকিরা তানে দিল এক আরজি॥

আরফ, আরিফ—জ্ঞানী। -ইন্—বহুবচন। আঃ 'আরিফ, -ঈন। তুঃ বাউল গান, লালন ঃ নবী আলি এই দুজনে, কলমাদাতা দল আরফিনে, বে-কালমায় সে অচিন জনে—পীরের পীর হয় জান না।

আরবেলা—আলবলা দ্রষ্টব্য।

আরশ, আরস, আর্স—সিংহাসন। আঃ 'অর্শ্। তুঃ অগ্নিবীণা ঃ ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া পুঃ পূ. গীতিকা, ২ ঃ যদি সে মহম্মদ নবি না হইত সির্জন। না হইত আর্সকোর্স[১] —এ তিন ভুবন ॥ অথবা, হা. তা. কেচ্ছা ঃ এতিম এছির যদি কান্দে সে কাতরে। আল্লার আরস কাঁপে সে দুঃখ পরে ॥

আরাম—বিশ্রাম, প্রশান্তি, আনন্দ। ফাঃ আরাম্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি আরামে হয়।

আরিন্দা—পত্রবাহক, খাজনাবাহক। ফাঃ আরন্দ—বহনকারী। তু ঃ চৈ. চরিতামৃত, আদ্য ঃ গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥

আল—নির্দেশবাচক একটি আরবী-উপসর্গ। আ. অল্। যেমন. অল্-কোরান। তুঃ সিরাজদ্দৌলা ঃ আল কোরানের দোহাই।

আলখল্লা, -খাল্লা, -খিল্লা—পা পর্যন্ত ঝুলান ঢিলে জামাবিশেষ। ফা. অল-খালিক্। তুঃ অপসরণ ঃ গায়ে গেরুয়া আলখল্লা।

আলবত, -বাত, -বত্তা—অবশ্যই, নিশ্চিত। আ. অল্বত্তহ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ আলবৎ শিকার জলদি এ সবে। পু ঃ চাচা কাহিনী ঃ আলবাৎ হয়েছে। খুলে বলুন।

আলবলা, -বেলা, -বোলা, বা আরবেলা—ফরসী হুক্কা। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ হুক্কা বরদার আলবলা আনিয়া দিল। পুঃ ষষ্ঠিবর ঃ চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবেলা হাতে। ভাঙ্গ লাড়ু খায় পাটের থুপি মাথে ॥

আলম, আলম্ব, আলাম—পতাকা। অ. 'অলম্ বা ইহার বহুবচন অ'লাম্। তুঃ শূণ্যপুরাণ ঃ চারি দুয়ারে আলম পুতিয়া দুয়ারি দুয়ারি আগে। বা, ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ম্মের দুয়ারে। পুঃ গো. চাঁ, সন্ন্যাস (অ. সু মহম্মদ) ঃ চারিদিকে চারি সারি কদলী পুতিল। আলম গাড়িল তথা অপূর্ব শোভিল ॥

১। কোর্স—সিংহাসন; কুর্সি দ্রষ্টব্য।

আলম—পৃথিবী। আঃ 'আলম্। -গীর—পৃথিবী -অধিকারী বা সম্রাট। -পনা—পৃথিবীর আশ্রয়দাতা বা সম্রাট। আলমিন—উভয় পৃথিবী। ফা ঃ গীর্—ধারণকারী সূচক প্রত্যয় ; ফা ঃ পনাহ—আশ্রয়। -ইন—আরবী দ্বিবচনের চিহ্ন। তু ঃ অন্নদামঙ্গল ঃ উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত। আমি বুঝি সেই বামনের কেরামত ॥ পুঃ বাউল গান, লালন ঃ এলাহি আলমিন আল্লা, বাদশা আলম্পনা তুমি—তাইতো তোমায় ডাকি আমি।

আলয়কা—আলেক দ্রষ্টব্য।

আলয়কুম—আলেকুম দ্রষ্টব্য।

আলল—নোংরা, দোষ। আ. 'অলল্, 'ইল্লৎ শব্দের বহুবচন। তুঃ হা. তা. কেচ্ছা ঃ আল্লার আলল পরে যে করে আছান। হেথা সেথা তার আল্লার ফরমান ॥

আল্হম্দুলিল্লা—অল ও হম্দ দ্রষ্টব্য।

আলা—প্রধান, যেমন সদর-আলা ; সদর দ্রষ্টব্য ; আলাজি-ব্রতচারীর প্রধান কর্মকর্তা। আঃ 'আলা—উচ্চতা, প্রাধান্য, বা অ'লা—উচ্চতর, উচ্চতম। তু ঃ আলাদিন বা আলাউদ্দিন—ব্যক্তিবিশেষ ; আঃ 'আলা-অল্-দীন্ (উচ্চারণ অলাউদ্-দীন্)—ধর্মশ্রেষ্ঠ। পুঃ শেষ প্রশ্ন ঃ বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন। অথবা, বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্র) ঃ কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না।

আলাৎ—যন্ত্রাদি। আঃ আলাৎ, আলৎ শব্দের বহুবচন। তুঃ পৃ. গীতিকা, ৩ ঃ সাথে সাথে লইল তারা দড়ি আর কাঁছি। ভালা ভালা আলাৎ লইল মোটা মোটা বাছি ॥

আলাদা, আলাহিদা—পৃথক। আঃ 'অলয়হঃদহ। তুঃ অপসরণ ঃ অন্তর বলে কি আলাদা কেউ আছে। পুঃ নীলদর্পণ ঃ দেওয়ানজি ভায়া না শুনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা।

আলাদিন, আলাউদ্দিন—আলা দ্রষ্টব্য।

আলাম—আলম দ্রষ্টব্য।

আলাম, আল্লাম,—ভগবান, সর্বজ্ঞ। আঃ 'অল্লাম্। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ আসমান জমিনে বন্দিলাম চান্দে আর সূরুজ ॥ আলাম কালাম বন্দুম কিতাব আর কোরান।

আলামত—ব্যবহার। আঃ 'অলামৎ লক্ষণ, চিহ্ন। তুঃ তোহফা : এবে শুন কদরের নিশি আলামত। মহাবৃষ্টি অন্ধকার হৈব জগৎ॥ পুঃ পৃ. গীতিকা, ৩ঃ বুঝিবে মুরুখ হাতীর একি আলামত। টান না মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত॥

আলাহিদা আলাদা দ্রষ্টব্য।

আলি—প্রধান, মহৎ। আঃ 'আলী। -আন, বা আলিয়ান—মহৎ ব্যক্তি-গণ। আঃ 'আলীয়ান্। -জা; ফাঃ জাহ—গৌরব। -সান্—অতি বৃহৎ বা মহৎ ব্যক্তি; আঃ শান্। তুঃ ঘনরামঃ এত আলী হুকুম উচিত আজি নয়। বা, রাজর্ষিঃ মোগল সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে দিতে আলি হুকুম দিয়া দিলেন। পুঃ পৃ. গীতিকা, ২ঃ ধার্মিক সুজন আলাল গুণে আলিসান। পরজাগণে পালন করে রুস্তম সমান॥ অথবা, চন্দ্রশেখরঃ নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন।

আলিম—আলেম দ্রষ্টব্য।

আলিয়ান, আলিসান—আলি দ্রষ্টব্য।

আলুতা, আলুদা—নোংরা, অপরিষ্কার। ফাঃ আলূদহ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ দক্‌খন দুআর ঘরে আলুতা চারটি থাল আছিল।

আলুফা—অনায়াসে লব্ধ, উপরি-পাওয়া। আঃ 'উলূফহ—নির্দিষ্ট বেতন বা ন্যায্য খোরাক। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ আলুফা জিনিষ যত কেউ না খাইয়া। ছোট বইনের লাইগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া॥

আলুবখরা বা -বোখারা—এক প্রকার অম্ল ফল। ফাঃ আলূ-বুখার—পারস্য দেশের বোখারায় উৎপন্ন এক প্রকার ফল।

আলেক, আলয়কা—তোমার উপর, যেমন আলেক রব্বানী—তোমার উপর দেবত্ব বা খোদার আশীর্বাদ। তুঃ জালালউদ্দিনঃ ('বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গ্রন্থ' হইতে)ঃ ঠুংরী ধামালে সামালে সামালে তিন তারে মিশিয়া বলে আলেক রব্বানী। আলেকুম দ্রষ্টব্য।

আলেকুম, আলয়কুম—মুসলমানদের অভিবাদনসূচক বাক্য; আলেক দ্রষ্টব্য। আঃ 'অলয়ক বা 'অলয়কুম্ (তোমার বা আপনার উপর); ইহা 'অলয়কুম অস্-সলাম্ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

আলেম, আলিম—পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যাক্তি। আঃ 'আলিম্। তু: আলাউল, স. মু. ব. জামাল: বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা। আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীমা॥ পুঃ পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা: বহুতর আলেমের নিকটে যাইয়া। পুছিনু খবর খুব আজিজি করিয়া॥

আল্লা—ভগবান, একক মহান পূজ্য জন। আঃ আল্লাহ, অল্-ইলহা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। -হো আকবর—সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান; আঃ আল্লাহ হুঅ অক্‌বর্। আল্লা তাল্লা—তালা দ্রষ্টব্য। তু ঃ পৃ. গীতিকা, ৩ঃ প্রথমে আল্লার নাম মনে করি সার। মুস্কিলে পড়িলে আল্লা করিবে উদ্ধার॥ বা, নতুন বউ কান্দে মুখে আল্লা তাল্লা বুলি। টান মেরে নিল ডাকাত গলার হাঁসুলি॥ পুঃ রাজসিংহ ঃ এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোগলেরা আল্লাহো আকবর শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল।

আল্লাম—আলাম দ্রষ্টব্য।

আশক, আসক—প্রেমিক বা প্রেম। আঃ 'আশ্বিক্ বা 'ইশক্; আশেক দ্রষ্টব্য। তুঃ চণ্ডীদাস ঃ পিরীতি আসকে সদাই থাকিব, পিরীতে গোঙাইব কাল।

আশকারা, আস্কারা—প্রকাশ বা গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ, প্রশ্রয়, আবদার। ফা ঃ আশ্‌কার্ বা আশ্‌কারা—প্রকাশ (তুলনীয় সং আবিষ্কার)। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বালকটি পিতামাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। পুঃ ঘরে-বাইরে ঃ সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি?

আশখাস, আসখাস, আসকাস—পুলিস বিভাগ সম্বন্ধীয়, যেমন আসখাস তলব; তলব দ্রষ্টব্য। আ ঃ অশ্‌খাস্, শখ্‌স্ (ব্যক্তি) শব্দের বহুবচন।

আশনা, আস্না—বন্ধু, প্রেমিক। আ ঃ আশ্‌না। -ই—বন্ধুত্ব, পরিচয়। আঃ -ঈ। তু ঃ মো. ইউনুছ ঃ আবদুল আলী যেই স্থানে, নজর করে নিবারণে, দুইজনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই। পুঃ ভারতচন্দ্র, বাসনা বর্ণনা ঃ আশনাই আরো চাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই।

আশরফি, আসরফি—স্বর্ণমুদ্রা। ফা. অশ্‌রফী। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার যত। দিলেন গোবিন্দ দেবে কব তার কত॥

আশরাফ, আসরাফ—সম্ভ্রান্ত। আঃ আশ্‌রফ্। তুঃ রিক্তের বেদন ঃ যার

চালচলন শরিফের মত সেই ত আশরফ।

আশান—আসান দ্রষ্টব্য।

আশেক, আসেক—প্রেমিক, যিনি ভালবাসেন। আ. 'আশিক্; আসক দ্রষ্টব্য। তুঃ রিক্তের বেদন: এই আশেকের হাতে মাশুকের মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন?

আসওয়ার অসবারা দ্রষ্টব্য।

আসক—আশক দ্রষ্টব্য।

আসকাস, আসখাস—আশখাস দ্রষ্টব্য।

আসবাব—দ্রব্যসামগ্রী, গৃহসজ্জা। আ. অস্‌বাব্। তু আ. ঘ. দুলাল: নানা প্রকার আসবাব ও তসবির খরিদ করিয়া বাটি সাজাইলেন।

আসমান, আছমান, আচমান—আকাশ, স্বর্গ। -নি—স্বর্গীয়, আকাশ সদৃশ, অপ্রাকৃত, অহেতুক। ফাঃ আস্‌মান্, -নী। তুঃ বা. প্রবাদ: আসমান-জমীন তফাৎ। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩: আমার স্বামী যেমন আসমানের চান। না হয় দুষমন কাজী নউখের সমান॥ অথবা, চাচা কাহিনী: চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মত গভীর আসমানি। অপ্রাকৃত অর্থে—আসমানি পোলাও পাক করা।

আসর—সভা, মজলিস। আঃ অছর্; আছর দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম: আসরে সজ্জন সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা।

আসর, আছর—সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার নমাজ। আ. 'অস্বর্—সময়, সন্ধ্যা। তুঃ লোকমান আলী: ফজরে আদম হএ ইব্রাহিম জোহর। আছর ইউনুস ইছা মগরিব ধর॥

আসল—প্রকৃত, মূল, অকৃত্রিম। -এ—প্রকৃতপক্ষে, মূলগত। আ. অস্‌ল্, -ঈ। -তান, বা আস্‌লতান—বিষয়ক, স্বয়ং। আঃ অস্‌লতান্—প্রকৃতপক্ষে, খাঁটি। তুঃ আ. ঘ. দুলাল: তাঁর প্রতি মন থাকাই আসল কর্ম। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩: নিতাই চান্দে কয়, পিরীতি আসল যদি হয়। হউক না ডোমের নারী তাতে কিবা ভয়॥ অপসরণ: বাওয়ার্স কোনটার নকল, কোনটার আসল নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। বা, বলত, লোকসান হলে টাকার আসলটা পাবে। বা, আসলে বাদল পরের বাড়ি শুতে প্রস্তুত নয়। অথবা, জ্ঞা. মো. ঘোষ: বাদীকে আসলতান জবাব দিতে হইবে, উকিলের মারফত জবাব দিলে চলিবে না।

আসহাব—(হজরৎ মহম্মদের) সঙ্গী। অ. অস্ব্হাব্ (স্বাহিঃব্ শব্দের বহুবচন); সাহেব দ্রষ্টব্য। তুঃ তোহফা ঃ আসহাব সকলেরে হেন কর জ্ঞান। পুণ্য দর্শাইতে সব নৈক্ষত্র সমান ॥

আসা—লাঠি, দণ্ড বা রাজদণ্ড। আ ঃ 'অস্বা। -বরদার—দণ্ডবাহক, চোবদার; বরদার দ্রষ্টব্য। দ্বিজ বংশীবদন ঃ আসার বাড়ি দিয়া সকল ঘট ভাঙ্গিয়া, মোল্লাগিরি করিল জাহির।

আসাওল—ভৃত্য, বাহক। ফাঃ য়সাব্ল্। তু ঃ ভারতচন্দ্র ঃ উজবক কজলবাস হাবসী জল্লাদ। আশাওল মল্ল ঢালী খোজা খানেজাদ ॥

আসান, আশান, আছান—নিষ্কৃতি, বিরাম, বিশ্রাম, সুযোগ। ফাঃ আসান—সহজ; বা আঃ ইহ্সান্—সততা। তু ঃ মৈ. গীতিকা ঃ লাঠি মারিয়া বিনোদের আছান করিল। মলুয়া বইনের কাছে পাচুরি চলিল ॥ পুঃ পৃ. গীতিকা, ২ ঃ দুঃখের দরদী নাই আসান আসান। অথবা, শরৎ, চিঠিপত্র ঃ সে হইলে অনেক আসান, না হইলে হয়ত তোমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। আবার, ঘনরাম ঃ আসান করিয়া যত ভুলায় প্রজায়।

আসামী—অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিবাদী; প্রজা, চাষী, অধমর্ণ। আঃ ইস্ম্। (নাম) শব্দের বহুবচন আস্মা; বা আঃ ইস্বম্ (পাপ) শব্দের বহুবচন অস্বাম্। তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আসামীরা কুস্থানে যাইয়া জুয়া খেলিত। নাম বা বিষয় অর্থে, চি, পি, স, চিত্র ঃ পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য।

আসেক—আশেক দ্রষ্টব্য।

আস্কারা—আশকারা দ্রষ্টব্য।

আস্তর—অস্তর দ্রষ্টব্য।

আস্তান, -না—স্থান, আড্ডা, মুসলমান সাধুদের আশ্রম। ফা. আস্তান্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা। পুঃ অপসরণ : তারাপদর আস্তানার ভাঙ্গন ধরল।

আস্তাবল, আস্তাবিলা—অশ্বশালা। অ. অস্ব্তবল্। তুঃ সধবার একাদশী ঃ অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর। পুঃ ময়নামতীর গান ঃ চারি লাতি মাইল মোরে কাকাইল উপরে। গারিতে আনিছে এবে আস্তাবিলা ঘরে ॥

আস্তিন—জামার হাতা। ফা. আস্তীন্। তুঃ চাচা কাহিনীঃ আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন।

আস্তে, -আস্তে—ধীরে, বা ধীরে ধীরে। আস্তে ব্যস্তে—ক্রমে ক্রমে, তাড়াতড়ি। ফা. আহিস্ত—ধীরে; আহিস্ত ব-আহিস্ত—ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ ভূমিতে আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। পুঃ মৈ. গীতিকাঃ আস্তে ব্যস্তে উঠি কণ্যা চলে মুনির সাথে। নদীর কিনারে কণ্যা গেল গহীন পথে॥ অথবা, চৈ. চরিতামৃতঃ আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পানি। সুস্থ হইয়া কহে অপূর্ব্ব কাহিনী॥

আস্না—আশনা দ্রষ্টব্য।

আহদ, আহাদ—একক; -ঈ—আকবর রাজত্বের অবসরপ্রাপ্ত বেতনভোগী এক প্রকার সৈন্যদল। আ. অহঃদ্, অহঃদী। তুঃ হারামণি, লালনঃ আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা। আহমদ আহাদ বিচার হলে যায় জানা॥ পুঃ রাজসিংহঃ আহদীরা মানিকলালকে না পাইয়া তাঁহার শিবিরে যাহাকে পাইল তাহাকে ধরিয়া কোটালের নিকট লইয়া গেল।

আহমাল, আহেমাল, আমোয়াল—নানা প্রকার দ্রব্য, বাণিজ্য সম্ভারঃ অম্‌ব্‌াল, মাল শব্দের বহুবচন; মাল দ্রষ্টব্য।

আহাল, আহোবালা, আহোয়াল. আওহাল—অবস্থা। আ অহঃব্‌াল, হাল শব্দের বহুবচন; হাল দ্রষ্টব্য। তুঃ কাছাছোল আম্বিয়াঃ আহোয়াল যত করিতে জাহির—নারিনু এখানে এবে হয় বড়দের। পুঃ প্রফুল্লঃ আমি সকলকে ডেকে বলি যে আমার এই আওহাল, তোমরা সবে আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও।

আহেমাল—আহমাল দ্রষ্টব্য।

আহেল, আহেলা, আহেলি—খাঁটি, আসল, নূতন; নিবাসী। আঃ, অহঃল্—গুণী, উপযুক্ত ব্যক্তি; বাসিন্দা। -বিলাত—বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তি; বিলাত দ্রষ্টব্য। ফাঃ অহঃলি-বিলায়েত (নিজদেশের বাসিন্দা)। আহেলকার—প্রধান ব্যক্তি; অক্ষরাভিজ্ঞ, কেরানী। ফাঃ অহঃলি-কার—কর্মক্ষম ব্যক্তি। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইলঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতি।

আহোবালা, আহোয়াল—আহাল দ্রষ্টব্য।

॥ গ্রন্থপঞ্জিনির্দেশ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ছোট গল্প

অনুরূপা দেবী, মহানিশা

অন্নদাশঙ্কর রায়, অপসরণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথে-বিপথে, মাকুতির পুঁথি

অমিয়ভূষণ মজুমদার, গড়-শ্রীখণ্ড

আজহারুদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল

আবদুল মজিদ খান, আসিক নামা, রং বাহার

আরকুমুল্লা, হকিকতে সিতারা

আলাউল, তোহফা, সয়ফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামাল

আশরফ আলি, কেছাছুল আম্বিয়া

আশাপূর্ণা দেবী, শোনো শোনো গল্প শোনো

ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী

কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত, আদ্য মধ্য ও অন্ত্যলীলা

কৃষ্ণরাম দাস, রায়মঙ্গল

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌলা

গোপীচন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল কাব্য

চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ

ছৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ

জনাব আলি, জিয়ারতে কবর

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ, বাঙলা অভিধান

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প

দামোদর মুখোপাধ্যায়, বিমলা

দীনবন্ধু মিত্র, জামাই বারিক, নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী, সুরধুনী কাব্য

নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, রিক্তের বেদন

নাসের আলি, আলেফ লায়লা

পঞ্চানন মণ্ডল, গোর্খ-বিজয়, চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র, পুঁথি পরিচয় ২য় খণ্ড

পরশুরাম, কৃষ্ণমঙ্গল

পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম-৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্যারিচাঁদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল

প্রফুল্লচন্দ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান

প্রমথনাথ বিশী, কেরী সাহেবের মুন্সী

ফৈজুল্লা, সত্যপীরের পুস্তক

বংশীবদন, দ্বিজ, মনসামঙ্গল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, ধর্মতত্ত্ব, রাজসিংহ, সীতারাম

বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল

বিপ্রদাস পিপলাই, মনসামঙ্গল

বিমল মিত্র, সাহেব-বিবি-গোলাম

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব-নন্দিনী

ভবানীদাস, মলুয়ামতীর গান

ভারতচন্দ্র, গ্রন্থাবলী, অন্নদামঙ্গল

মতিলাল রায়, আলাল-গীতিকা

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাসবদত্তা

মহম্মদ ওস্তাগার, পাঁড়ুয়ার কেচ্ছা

মহম্মদ খাতের, জঙ্গনামা, লায়লা মজনু

মহম্মদ মনসুরুদ্দিন, হারামণি

মাধবাচার্য্য, ভাগবৎ, চণ্ডীকাব্য

মানিক গাঙ্গুলি, ধর্মমঙ্গল

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

মুজতবা আলি, চাচা-কাহিনী, ধূপছায়া

মুন্সী, রাগ মারিফৎ

মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মোহাম্মদ ইউনুছ, আবদুল আলি গাজুলি ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, জীবনস্মৃতি, বাঁশরী, পঞ্চভূত, বিদায় অভিশাপ, ভোজ, মানসী, যোগাযোগ, রাজর্ষি, ক্ষণিকা

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত

রাধাচরণ গোপ, ইমামের কিচ্ছা

রামতুলাল দেওয়ান, কীর্তন
রামপ্রসাদ, গান, বিদ্যাসুন্দর
রেজাউল্লা, কাছাছোল আম্বিয়া
লোকমান আলি, হাদিস কামাল বাণী
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিঠিপত্র, শেষপ্রশ্ন
শূণ্য-পুরাণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত
ষষ্ঠিবর, কবি, মনসামঙ্গল
সতীনাথ ভাদুড়ী, ঢোঁড়াই-চরিত-মানস
সত্যবতীর উপাখ্যান
সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল
সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন
সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ
সৈয়দ হামজ , হাতেম তাইর কেচ্ছা
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাবলী